[redacted]

[redacted]

প্রন্তিক খামারি মোশারফ আলী বলেন,বামন্দী বাজারে বিক্রির জন্য গরু নিয়ে এসেছি। খড়,ভুষিসহ গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে গরু লালন পালনে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অর্ধেক দাম বলছেন ব্যাপারিরা। তবে টার্গেট অনুযায়ী দাম না পেলে গরু বিক্রি করছিনি। ঢাকার পার্টি আসলে আমার গরুর দাম ঠিকই পাবো। এছাড়া দালালদের উৎপাত বেড়েছে। স্থানীয় ব্যাপারিরা সিন্ডিকেট করে গরু কিনছেন। যে কারনে গরুর ন্যায্য মুল্য পাচ্ছিনা।

হাট-ইজারাদার হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, জাল টাকার ব্যবহার রোধে নেয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া পুলিশের টহল রয়েছে সার্বিক্ষনিক। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মানলে খাজনা আরও বাড়বে। তাই প্রতি হাজারে টাকা না নিয়ে প্রতিটি পশু হিসেব করে আমরা ৬শ থেকে ৭শ টাকা নিচ্ছি। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হচ্ছেন। আমাদের এই শুক্রবারের হাটে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার পিস গরু বিক্রি হবে। আর ছাগলের সংখ্যাও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পিস। সব মিলিয়ে আমাদের চলতি মাসে এই হাট থেকে ৩শ কোটি থেকে সাড়ে ৩শ কোটি টাকার পশু বিক্রি হবে ধারণা করছি।

আরেক হাট ইজারাদার রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলার হৃদপিণ্ড বলা হয়ে থাকে এই বামন্দী পশু হাটকে। এই হাটকে কেন্দ্র করে এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এই হাটে আশেপাশের দশটি জেলার খামারি ও ব্যাপারীরা আশে পশু কেনাবেচা করতে। আসন্ন ইদুল আজহাকে সামনে রেখে যে হাটগুলো বসবে,তাতে গড়ে ৫ হাজার করে গরু-ছাগল বিক্রি হবে। মাস হিসেবে তার আনুমানিক কেনা-বেচা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি টাকার মত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন,জেলা পুলিশের নির্দেশনায় এই হাটটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। এবং পুলিশের একাধিক টিম হাটের দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে কাজ করে যাচ্ছে।

জেলা প্রানী সম্পদের তথ্যমতে, জেলায় ছোট বড় এক হাজার খামারি রয়েছেন। এ বছর মেহেরপুর জেলায় কোরবানির জন্য প্রস্তুত রয়েছে প্রায় এক লাখ ৭২ হাজার ৫৬৯টি পশু। এর মধ্যে ষাঁড় গরু রয়েছে ৪০ হাজার ৩৪৯টি, বলদ চার হাজার ৮৪৪টি এবং গাভি আট হাজার ৫০৯।

এছাড়া মহিষ রয়েছে ৪৮২টি, ছাগল এক লাখ ১৫ হাজার ৬৬৫টি এবং ভেড়া দুই হাজার ৭২০টি। জেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ২৩৪টি

পশু।

১৭ হাজার খামারে দেশীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মোটাতাজা করা হয়েছে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৭২৩টি গবাদিপশু। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ লাখ ষাঁড়। প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্যানুযায়ী, এসব পশুর সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের গনীউল আজম

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের সন্তান মো. গনীউল আজমকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী মো. গনীউল আজমকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিম্নমানের সামগ্রীতেই বারাদী সার গুদামের মেঝে ঢালাই কাজ

মেহেরপুরের বারাদীতে নির্মাণাধীন বিএডিসির ৪ হাজার মেট্রিক টন পিএফজি সার গুদামে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে এমন খবরে পরিদর্শনে আসেন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জামায়াত নেতৃবৃন্দ। উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা এর সত্যতা পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিই এবং নিম্নমানের ইট পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করেই কোনো নির্মাণসামগ্রী পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচ দিন কাজ বন্ধ থাকার পর গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হয় মেঝে ঢালাইয়ের কাজ।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দেদারসে এমন কাজ সম্পন্ন করা দেখে আক্ষেপ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। প্রশ্ন তোলেন কাজের মান ও স্থায়িত্ব নিয়ে। বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী একরামুল হকের উপস্থিতি ও তদারকিতে চলছে ঢালাই কাজ। তিনি বলেন, এক নম্বর ইট দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, তাহলে তিনি কী তদারকি করছেন? এমন নিয়মবহির্ভূত কাজের পেছনের শক্তির রহস্যটা কী?

নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে এফএমএপি বাস্তবায়নকারী প্রকল্প পরিচালক মজিবর রহমান খানের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা হলে তিনি বলেন, “নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। কাজের মান কোনোভাবেই খারাপ করা যাবে না। বিষয়টি আমি দেখছি।” তবে এরপরও উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ কাজ বন্ধ রাখার পরও কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আবার কেন একই ইট দিয়ে কাজ হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী বলেন, কাজের ঠিকাদার জামায়াত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বসেছিলেন। পরবর্তীতে আর কোনো তিন নম্বর ইট ব্যবহার হবে না এই মর্মে তারা অনুমতি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আসাদুজ্জামান বলেন, তাদের

কাকুতি-মিনতি এবং ভুল স্বীকার করায় ওইটুকু কাজের ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তী কাজগুলো সিডিউল অনুযায়ী জামায়াত নেতৃবৃন্দের তদারকিতে করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল উলুম হিফজে ফলাফল প্রকাশ এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, “শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনের অন্যতম মাধ্যম। শুধু ভালো ফলাফল নয়, একজন সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার আমির মাওলানা খান জাহান আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন আমির মোখলেছুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আমির আব্দুল হালিম এবং উপজেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মাদ্রাসার পরিচালক মোহাম্মদ সোহেল রানা, সেলিম খান, মাওলানা আনোয়ার হোসেনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন অতিথিরা। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে ছিল আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশ।

মেহেরপুরের পৌরসভার সাবেক কমিশনার সিদ্দিক হোসেন আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার ও সাবেক সেনা সদস্য সিদ্দিক হোসেন ইন্তেকাল করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে তিনি বর্তমান ৭ নম্বর ওয়ার্ড হাইস্কুল পাড়ার নিজস্ব বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের শ্যালক ঠিকাদার জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার বাদ আসর মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (হাই স্কুল) মাঠে জানাযা শেষে চুয়াডাঙ্গা সড়কের পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার ও উপজেলা ভূমি অফিসে চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা ভূমি অফিস ও সাবরেজিস্ট্রি অফিসের জানালার গ্রীলকেটে ঢুকে কাগজপত্র তছন ও চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দূর্বৃত্ত।

গতরাত আড়াইটার দিকে প্রায় ২০ মিনিট সময় নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে

দূর্বৃত্ত। যা অফিস দুটির সিসি ফুটেজ প্রমান করেছে। এই চুরির ঘটনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অফিস দুটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এঘটনায় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ও তদন্ত অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আলামত সংগ্রহ করেছেন।

উপজেলা সাবরেজিস্টার নাইমা ইসলাম জানান, সিসি ফুটেজে দেখা গেছে, জানালার গ্রীলের রডকেটে চোর রুমে প্রবেশ করে বিভিন্ন কক্ষের আলমিরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণপূর্ণ ফাইলপত্র তছনছ করেছে। তবে, কোনো কাগজপত্র বা ফাইল চুরি হয়েছে কিনা তা এখনো তদন্ত করা হচ্ছে। এসময় নাইটগার্ড বা রেকর্ডরুমসহ অন্যান্যরুমে তালাবদ্ধ ছিলনা কেনো এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি।

এদিকে একই সময় উপজেলা ভূমি অফিসের পেছনদিকের একটি জানালার রড কেটে পাল্লা ভেঙে প্রধান অফিস সহকারির রুমে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তছনছ করেছে।

তবে, অফিস দুটি থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে গেছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম জানান, আমি সকালে অফিসে এসে দেখি অফিসের বিভিন্ন আল মিরার ও কক্ষের তালা ভাঙ্গা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের ◌েএকটি টীম সিসি টিভি ফুটেজ যাচাই করে চোর সনাত্বের কাজ চলছে। তবে কাগজ পত্রের চুরির বিষয়টি গোপন করেন সাব রেজিস্ট্রার।

গাংনী থানার অসি তদন্ত আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন,বিষয়টি জানতে পেরে সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছি। চোর সনাত্বে কাজ করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে হোমিও হলসহ দুই

প্রতিষ্ঠানে ২১ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চিকিৎসাসেবা পরিচালনার অভিযোগে একটি হোমিও হলসহ দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ, কীটনাশকসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযান চলাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় জুঁই এন্ড জিহাদ ভ্যারাইটিজকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া “ইএনটি কলিকাতা” নামে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে টিংচার হোমিও হলের স্বত্বাধিকারী মো. জাবেদুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিল।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এসময় সার্বিক সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের সদস্যরা।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় জয় (২২) নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত জয় যুগিন্দা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একই গ্রামের মোকলেসুর রহমানের ছেলে আলমগীর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ধান মাড়াইকে কেন্দ্র করে জয়ের বাকবিতণ্ডা হয়। ওই ঘটনার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় ধান মাড়াই শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়কে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত জয় অভিযোগ করে বলেন, ধান মাড়াইয়ের মেশিন আনতে মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তার কাছে থাকা প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাহবুবুর রহমান নয়ন জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় জয়কে হাসপাতালে আনা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ ১৪ মে জেলা প্রশাসনের জন্মদিন

১৭৭২ সালের ১৪ মে। বৃটিশ শাসিত ভারতে প্রশাসনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিনই গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমবারের মতো “ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর” পদ সৃষ্টি করেন।

মূলত রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই এই পদটির জন্ম হয়েছিল। সময়ের প্রবাহে সেই পদই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের “জেলা প্রশাসক”, “ডেপুটি কমিশনার” এবং “জেলা ম্যাজিস্ট্রেট” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী এই পদ আজ ২৫৪ বছর অতিক্রম করে ২৫৫ বছরে পদার্পণ করলো। এই বিশেষ দিনে বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সকল জেলা প্রশাসককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।

বৃটিশ আমলে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ ও সরকারের নীতি বাস্তবায়ন। সেই সময় থেকেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় “কালেক্টরেট” নামে পরিচিতি লাভ করে। আজও বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঐতিহ্যগতভাবে “জেলা কালেক্টরেট” নামেই পরিচিত। সময় বদলেছে, রাষ্ট্র বদলেছে, প্রশাসনিক কাঠামোও বদলেছে; কিন্তু ইতিহাসের সেই নামটি আজও টিকে আছে শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে।

পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনে কালেক্টরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তখন তাঁর আরেকটি পরিচয় হয় “ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট” বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সংঘাত নিরসন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পিত হয়। আজও জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী।

পাকিস্তান আমলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য “ডেপুটি কমিশনার” পদটি আরও শক্তিশালী রূপ লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়

এই পদটি আরও আধুনিক ও জনমুখী হয়ে ওঠে। বর্তমানে একজন জেলা প্রশাসক একই সঙ্গে সরকারের প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয়কারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান সমন্বয়ক, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল হিসেবে কাজ করেন।

“ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ “Magistratus” থেকে, যার অর্থ শাসক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা। ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন “জেলা শাসক” শব্দটি ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশে শব্দটির পরিবর্তে “জেলা প্রশাসক” শব্দটি অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কারণ “শাসক” শব্দের চেয়ে “প্রশাসক” শব্দে দায়িত্ব, সেবা ও জনকল্যাণের একটি মানবিক ব্যঞ্জনা রয়েছে। এ যেন ক্ষমতার নয়, দায়িত্বের প্রতীক।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র এই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণ, নির্বাচন পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়—সব ক্ষেত্রেই জেলা প্রশাসকের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষও নানা প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের দ্বারস্থ হন। ফলে এই পদটি কেবল একটি প্রশাসনিক পরিচয় নয়; এটি জনগণের আস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক।

দুই শতাব্দীরও বেশি সময়ের দীর্ঘ যাত্রায় এই পদ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বৃটিশ উপনিবেশ, পাকিস্তান আমল, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জেলা প্রশাসনের ইতিহাস। সময়ের প্রয়োজনে দায়িত্বের ধরন বদলেছে, প্রযুক্তির সংযোজন হয়েছে, কিন্তু মানুষের সেবা করার মূল দর্শনটি একই রয়েছে।

আজ যখন এই ঐতিহাসিক পদ ২৫৫ বছরে পদার্পণ করছে, তখন স্মরণ করতে হয় তাঁদের, যারা সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশাসনকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন। একজন দক্ষ জেলা প্রশাসক কেবল সরকারি কর্মকর্তা নন; তিনি সংকটে সাহসের প্রতীক, দুর্যোগে আশ্রয়স্থল এবং উন্নয়নের পথপ্রদর্শক।

এই ঐতিহাসিক দিনে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভূতপূর্ব সকল জেলা

প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনারদের প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। তাঁদের হাত ধরেই প্রশাসনের দীর্ঘ ঐতিহ্য টিকে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজ। শুভ জন্মদিন উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরনো প্রশাসনিক পদ—ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর।

কাজে আসছে না ৭কোটি ২৯ লাখ টাকার সেতু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মধুগাড়ী গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সেতুটি চার বছর পেরিয়েও চালু হয়নি।

সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গাংনী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় এখনো ব্যবহার করতে পারছেন না দুই জেলার হাজারো মানুষ।

এতে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বামন্দী আরএইচডি থেকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর জিসি ভায়া মধুগাড়ী ঘাট সড়কের মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর ৭৫ মিটার গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৭ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৩ সালের মার্চে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স কহিনুর অ্যান্ড কফিল এন্টারপ্রাইজ।

তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর অংশে সংযোগ সড়কের কাজ সম্পন্ন হলেও গাংনীর বেতবাড়ীয়া অংশে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে এখনো সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেতুটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সংযোগ সড়ক না থাকায় গাংনী ও দৌলতপুর

উপজেলার মানুষকে প্রায় ৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় ও খরচ বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দুর্ভোগও।

পথচারী মনিরুল ইসলাম বলেন, “ব্রিজ হয়েছে কিন্তু রাস্তা হয়নি। রোগীদের হাসপাতালে নিতে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বাজারে নিতে পারছি না। চাষিদের ফসল আনা-নেওয়ায় অনেক কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা হলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়বে।”

দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া গ্রামের শমশের আলী বলেন, “ফসল নিয়ে ব্রিজে উঠতে খুব কষ্ট হয়। ভ্যান ঠেলে তুলতে ৫-৬ জন লাগে। অতিরিক্ত কষ্টের কারণে এখন ভ্যানও চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।”

কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “দৌলতপুর অংশের কাজ শেষ হলেও বেতবাড়ীয়া অংশের সংযোগ সড়ক হয়নি। জমি অধিগ্রহণের জটিলতায় সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন ভোগান্তিতে আছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সেতুটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানাই।”

দৌলতপুরের মধুগাড়ী গ্রামের জহিরা খাতুন বলেন, “ব্রিজে ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হয়। আত্মীয় বাড়িতে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তা ঠিক হলে আমাদের কষ্ট কমবে।”

জমির মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম বলেন, “জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমরা দিয়েছি। জমির ন্যায্য মূল্য পেলেই হবে। আমরাও চাই দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ হোক এবং মানুষের দুর্ভোগ কমুক।”

এ বিষয়ে গাংনী এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী মো. রোকনুজ্জামান বলেন, “সেতুর কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ৮ দাগে ৪৯ শতক জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সংযোগ সড়কের কাজ আটকে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।”